



মেহের কালীবাড়িতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মাতৃশক্তি আয়োজিত শস্ত্র পূজন অনুষ্ঠিত হয় বৃহস্পতিবার।

পাল্টা কটাক্ষ বীরজিৎ'র

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ অক্টোবর।। সদ্য প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পীযুষ কান্তি বিশ্বাস, যুব কংগ্রেসের প্রশ্নে সভাপতি পূজন বিশ্বাস-সহ অন্যান্যরা কংগ্রেসের বিভিন্ন পদ ছেড়ে গোটা কংগ্রেস দলই ত্যাগ করেছে। কংগ্রেস দল ত্যাগ করার পাশাপাশি এক পক্ষকালের মধ্যে নতুন রাজনৈতিক দল ত্রিপুরা ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট অর্থাৎ টিডিএফ গঠন করে বার্তাও দিয়েছে। তবে এতে এতটুকু বিচলিত নন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিৎ সিন্হা। তিনি তার প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, যারা কংগ্রেস থেকে চলে গেছে তারা গুরুত্বহীন নেতা। তারা কিছু করতে পারেনি। যে যে পদ চেয়েছে সেই পদেই রয়েছে। আর কাউকে যুক্ত করে বিশাল কিছু করতে পারেনি। তাপস দে, পীযুষ কান্তি বিশ্বাস, তেজেন দাসদের নিয়ে রীতিমতো গুরুত্বহীন তরমায় পাট্টা আক্রমণ করলেন বীরজিৎ সিন্হা। নতুন রাজনৈতিক দলের সূচনার প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেছেন, যে দল গঠন করা হয়েছে সেটা প্রত্যেক রাজনৈতিক দলেরই অধিকার রয়েছে। রাজনৈতিক দল গঠন করা প্রত্যেক নাগরিকেরই অধিকার আছে। তবে এই ক্ষেত্রে তিনি বেশি কিছু বলতে চান না। তবে যারা কংগ্রেস ছেড়ে চলে গেছে, তাদের নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজি নন বীরজিৎ সিন্হা। তিনি মনে করেন কংগ্রেস এমনিতেই শক্তিশালী। সাংগঠনিক কিক থেকে কয়েকজন নেতার কারণে দল দুর্বল হয়েছে।

কিন্তু পূজার পরেই কংগ্রেস আরও বেশি শক্তিশালী হবে। তিনি এক্ষেত্রে মনে করেন কংগ্রেস দলকে আরও বেশি শক্তিশালী করার যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তা দুর্গাপূজার পরেই নতুন রূপ ধারণ করবে বলেই বীরজিৎ সিন্হা জানিয়েছেন। তবে এদিন যারাই কংগ্রেস ভবনে অনেকেরই কংগ্রেস দলে যোগ দিয়েছেন। একদিকে যেমন নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের প্রচার তেজি হয়েছে। অন্যদিকে, কংগ্রেস ভবনে প্রায় একই সময়ে বিভিন্ন দল থেকে আগতদের বরণ করে নেন বীরজিৎ সিন্হা, লক্ষ্মী নাগরা। বীরজিৎ সিন্হা পরে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন, পূজার পরেই কংগ্রেসের



বিভিন্ন শাখার গঠন-সহ সাংগঠনিক কর্মসূচি পালন করা হবে। তিনি মনে করেন, এই সময়ের মধ্যে সাংগঠনিক যে কর্মসূচি রয়েছে পালন করা হয়নি। জনগণের কথা তুলে ধরে আন্দোলন তেজি করতে চান বীরজিৎ সিন্হা। তিনি মনে করেন, মানুষ ভালো নেই, অর্থনৈতিক কিক

হবে। বীরজিৎ সিন্হা মনে করেন, এই সময়ে মানুষ অপেক্ষা ছিল কংগ্রেস তাদের কথাগুলো তুলে ধরবে। কিন্তু বিজেপি সরকারের আমলে জনগণের কথা তুলে ধরার জন্য কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিমান ব্যক্ত করেন বীরজিৎ সিন্হা। তিনি বলেন, বর্তমান প্রেক্ষিতে মানুষ তাদের সমস্যাগুলো তুলে ধরতে চেয়েছে। কংগ্রেস সেই ক্ষেত্রে জনগণের কাছে পৌঁছতে পারেনি। জনগণের কাছে পৌঁছার জন্য বর্তমান প্রেক্ষিতে কংগ্রেস এখন থেকেই বাপিয়ে পড়বে। বীরজিৎ সিন্হা, লক্ষ্মী নাগ-সহ অন্যান্যরা কংগ্রেসকে একাবদ্ধ করার প্রয়াস নিয়েছে। খুব শীঘ্রই কংগ্রেসের পূর্ণাঙ্গ কমিটি-সহ অন্যান্য যেসব কমিটি ভেঙে দেওয়া হয়েছে ওইসব কমিটি পুনর্গঠন করা হবে। বীরজিৎ সিন্হা জানিয়েছেন, খুব শীঘ্রই ছাত্র ও যুব সংগঠন গঠন করা হবে।

কলেজে ভর্তি সমস্যা, উদয় এবিভিপি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ অক্টোবর।। বিলম্বে বোধোদয় অবিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের। কলেজগুলোতে ভর্তি নিয়ে যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে তাতে এবার উচ্চ শিক্ষা অধিকর্তার দায়িত্ব হয়ে সংবাদ শিরোনামে এলো আরএসএস'র ছাত্র সংগঠন এবিভিপি। কার্যত শাসক বিজেপির ঘনিষ্ঠ ছাত্র সংগঠন বলে পরিচিত এবিভিপি এদিন উচ্চ শিক্ষা অধিকর্তার সাথে দেখা করে কলেজগুলোতে সকলের ভর্তি নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছে। সংগঠন স্বীকার করেছে, বিভিন্ন কলেজে এখনও অনেকে ভর্তি হতে পারেনি। তাছাড়া ভর্তির সমস্যা তৈরি হয়েছে। রাজ্য সম্পাদক শ্রীতম পাল, শুভম শ্রীবাস্তব, সুরজিৎ সাহা, মৌসুমী কর-সহ অন্যান্যরা উচ্চ শিক্ষা অধিকর্তার সাথে দেখা করে কলেজগুলোতে ভর্তির বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন। তারা মনে করেন, কলেজের মধ্যে সকল ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি নিশ্চিত করতে উচ্চ শিক্ষা দফতরকে



উদ্যোগ নিতে হবে। যদিও যারা অনলাইনে আবেদন করেছে তাদের জন্য অনলাইনে আবেদনের পর আবার অফলাইনে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে আবেদনের ভিত্তিতে। ১০ হাজারেরও বেশি পড়ুয়া ভর্তি হতে পারেনি বলে তাদের জন্য তিনদিনের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়। এদিন থেকে আবার শুরু হলো ভর্তি প্রক্রিয়া। অন্যদিকে ৪ অক্টোবর থেকে কলেজগুলোতে শুরু হয়েছে পঠনপাঠন, এখন অফলাইনে পঠনপাঠন চলছে। একদিকে অফলাইনে পঠনপাঠন আবার অন্যদিকে চলাছে ভর্তি। সব মিলিয়ে বলা যায়, কলেজগুলোতে ভর্তির বিষয়ে এক চরম জটিলতা দেখা দিয়েছে। দুটি কলেজ এখনও ন্যাকস অনুমোদন পায়নি। ২২টি ডিগ্রি কলেজের মধ্যে ২০টিই ন্যাকস অনুমোদন পেলেও মাত্র দুটো কলেজে স্থায়ী অধ্যাপক। সহকারী অধ্যাপকদের তীব্র সংকট। এই বছর করোনা পরিস্থিতিতে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ প্রায় সমস্ত পড়ুয়াদের উজ্জীর্ণ করে দিয়েছে। তাতে করে কলেজগুলোতেও পড়ুয়াদের সংখ্যা বেড়ে গেছে। এই প্রেক্ষিতে কলেজগুলোতে অস্বাভাবিক চাপ থাকায় পঠনপাঠন চালাতে গিয়ে অধ্যাপক সংকট যে তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এদিকে বিভিন্ন কলেজগুলোতে ভর্তি নিয়ে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে তা সমস্যার সমাধানে উচ্চশিক্ষা দফতর উদ্যোগ গ্রহণ করলেও কলেজগুলোতে বাড়তি চাপ রয়েছে।

বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলানিয়া, ৭ অক্টোবর।। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থা বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন বিলানিয়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে জগন্নাথ বাড়ি সংলগ্ন জনগ্রন্থাগারের সামনে প্রতিবাদ সভা সংগঠিত হয়। বিক্ষোভের বেসরকারিকরণ, প্রতিরক্ষা বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে এদিনের এই কর্মসূচি পালন করা হয়। প্রতিবাদ সভায় আলোচনা রাখতে গিয়ে শ্রমিক বন্ধন দেশে সবচেয়ে বড় পরিষেবা বিদ্যুত শরীফে আগে ৫৬ শতাংশ শেয়ার বিক্রি করা হয়েছে এখন আবার ১০ শতাংশ শেয়ার বিক্রি করা হচ্ছে অর্থাৎ ৬৬ শতাংশ। যার ফলে বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি পাবে। এদিন বিদ্যুৎ বেসরকারিকরণ সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রতিবাদ সভায় নেতৃত্ব দান করেছিলেন। প্রতিবাদ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সিআইটিউ বিলানিয়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক বিজয় তিতিক, কৃষক সংগঠনের নেতৃত্ব বাবুল দেবনাথ সহ বিভিন্ন গণসংগঠনের কর্মী সমর্থকরা।



সংসদ কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে মহালয়ার সকালে শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। চারিপাড়া শান্তিপন্নী এলাকায় এই শোভাযাত্রাটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

বিশ্বাস পরিবারের টিডিএফ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ অক্টোবর।। ত্রিপুরা ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট সংক্ষেপে টিডিএফ। রাজ্যে জনজাতি ভিত্তিক রাজনৈতিক দল ত্রিপুরা মথার পর এই টিডিএফ'র আত্মপ্রকাশ হলো। সময়ের প্রয়োজন এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় ত্রিপুরার সমস্ত অংশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ করলো পীযুষ কান্তি বিশ্বাস। তাপস দে, পীযুষ কান্তি বিশ্বাস, তেজেন দাস-সহ অন্যান্যরা এদিন আগরতলা প্রেস ক্লাবে মিলিত হয়ে নতুন রাজনৈতিক দলের ঘোষণা দিয়েছেন। এই নতুন রাজনৈতিক দলের সভাপতি হলেন সদ্য যুব কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করা পূজন বিশ্বাস। পূজন বিশ্বাসকে সভাপতি করে নতুন রাজনৈতিক দলের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। তবে এই রাজনৈতিক দলের একটি উপদেষ্টামণ্ডলী থাকবে। সেই উপদেষ্টামণ্ডলীর মধ্যে চেয়ারম্যানের পদও থাকবে। তাছাড়া বিভিন্ন দল থেকে আসা এবং এই নতুন রাজনৈতিক দলে কাজ করার অঙ্গীকারে যারা এদিন বলা যায় সূচনাপর্বে शामिल হয়েছেন তাদের নিয়ে গঠিত হবে নতুন কমিটি। থাকবে ওয়েবসাইট, নির্বাচনি লোগো থেকে পতাকা সবকিছুই। প্রশাসনিক অনুমতি পাওয়ার জন্য তদবির শুরু করেছেন পীযুষ কান্তি বিশ্বাস, পূজন বিশ্বাস, তাপস দে'রা। তারা এদিন স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, বহুদিন ধরে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত আছেন। দীর্ঘ বছরে তারা উপলব্ধি করেছেন, কংগ্রেস যখনই ক্ষমতায় আসার জন্য প্রচেষ্টা নেয়, তখন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অনেক ক্ষেত্রেই অসহযোগিতা করে। এবারের ক্ষেত্রেও তাই বুঝিয়েছেন পীযুষ কান্তি বিশ্বাস। রীতিমতো এআইসিসি'র নেতাদের বিরুদ্ধে সাঁড়াশি আক্রমণ হানেন তিনি। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে পীযুষ কান্তি বিশ্বাস বুঝিয়েছেন, তারা এই

দলটাকে শক্তিশালী করেছেন বিভিন্ন জায়গায় সংগঠন বাড়িয়েছেন। কিন্তু বারবার বলা সত্ত্বেও কংগ্রেসের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়নি। তিনি বিষয়টি উল্লেখ করে বলেছেন যখনই কংগ্রেসকে ক্ষমতায় আনার জন্য প্রজ্জ্বিত শুরু হয়েছে তখনই কোনও না কোনওভাবে এআইসিসি বাধার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পীযুষ কান্তি বিশ্বাস দাবি করেছেন, তাকে সভাপতি পদ থেকে সরিয়ে

সাথেও আঁতাত করতে চায় টিডিএফ। এদিন সূচনাপর্বে টিডিএফ'র তরফে ৩৮টি প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে বা দাবি সনদও বলা যেতে পারে। উন্নত, সমৃদ্ধ এবং শক্তিশালী ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে বিশেষ প্রকল্প রচনা করা, ৭ লক্ষাধিক বেকারের কর্মসংস্থান, মহিলাদের অধিক ক্ষমতায়ন, সংখ্যালঘুদের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন, চাকরিতে অর্থনৈতিক সভাপতি পদ থেকে সরিয়ে

পরিচয়পত্র চালু করা, রেগায় ২০০ দিনের কাজ ও মজুরি বৃদ্ধি, বিদ্যুতের মাওল ট্রাস, পুর সংস্থার সম্পদ কর কমানো, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বাজেট দ্বিগুণ করা, রাজ্যে রেলওয়ে রিভুটমেন্টের জন্য ইন্টারডিউ সেন্টার স্থাপন করা, বেকারদের জন্য আর্থিক প্যাকেজ, ছাত্রছাত্রীদের জন্য উচ্চ শিক্ষার প্যাকেজ ঘোষণা ইত্যাদি দাবিগুলোর পাশাপাশি ১০৩২৩, ককবরককে সংবিধানের অষ্টম

ত পশিলে অস্ত্রভুক্ত করা, সংবাদভবনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা, সর্বশিক্ষা-সহ সমস্ত অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিত করা, সংবাদমাধ্যমে স্বাধীনতা রক্ষা, ত্রিপুরার কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের বন্ধনা নিরশন ইত্যাদি বিষয়গুলো তুলে ধরে আগামীর মেডিক্যাল কলেজের একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, কৃষকদের সমস্ত কৃষি শ্রম শ্রমক-সহ সার, বীজ, ধান এবং জলসেচের ব্যবস্থা করা, কৃষি আইন বাতিল করা, পেট্রোল-ডিজেল-সহ রাস্তার গ্যাসের অস্বাভাবিক মূল্য নিয়ন্ত্রণ, জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন, সংবিধানের অধিকার রক্ষা, শ্রমিক, শিক্ষক, কর্মচারীদের স্বার্থ রক্ষায় বিশেষ ব্যবস্থা করা, মানুষের রেশন ভাতা বৃদ্ধি করা, অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ ও

তৃণমূলের বিজয়োল্লাস



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ অক্টোবর।। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বানার্জী বিধায়ক হিসেবে শপথ নিলেন। আর এই দিনটিকে আরও বেশি স্মরণীয় করে রাখতে সুবল ভৌমিকের সামনেই আবার খেলায় মেতেছে তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা। তারা এদিন সকাল থেকেই আবার খেলার মধ্য দিয়ে নিজেদের মধ্যে পেয়ে গেছে। সুবল ভৌমিকের অভিযোগ, বিজেপি তৃণমূলকে ভয় পাচ্ছে। কারণ তৃণমূল এই রাজ্যে শক্তিশালী হয়ে গেছে। তিনি ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করার আবারও দাবি জানান। উৎসবের এই দিনগুলোতে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করে নিতে প্রশাসনের কাছে জোরালো দাবি রেখেছেন সুবল ভৌমিক। এদিন বিভিন্ন দল থেকে তৃণমূলে যোগ দিয়ে তারা দাবি করছেন, এখন তারা নিয়মিত মানুষের জন্য কাজ করবেন। মানুষের সমস্যাগুলো তুলে ধরবেন। সুবল ভৌমিক-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব দ্বারা

এনে। এদিন সুবল ভৌমিক দলে যোগদানকারীদের বরণ করে নেন। তিনি তাদের বরণ করে নেওয়ার পাশাপাশি সাংবাদিকদের মোমোমি ছায়ে বলেছেন, এই সময়ের মধ্যে তারা বিভিন্ন জায়গায় মানুষের যে সাড়া পেয়েছেন তাতে বিজেপি ভয় পেয়ে গেছে। সুবল ভৌমিকের অভিযোগ, বিজেপি তৃণমূলকে ভয় পাচ্ছে। কারণ তৃণমূল এই রাজ্যে শক্তিশালী হয়ে গেছে। তিনি ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করার আবারও দাবি জানান। উৎসবের এই দিনগুলোতে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করে নিতে প্রশাসনের কাছে জোরালো দাবি রেখেছেন সুবল ভৌমিক। এদিন বিভিন্ন দল থেকে তৃণমূলে যোগ দিয়ে তারা দাবি করছেন, এখন তারা নিয়মিত মানুষের জন্য কাজ করবেন। মানুষের সমস্যাগুলো তুলে ধরবেন। সুবল ভৌমিক-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব দ্বারা

কর্মী-সমর্থক সহ সকলের সাথে সবুজে আবার খেলায় মেতেছিলেন। এই যেন তৃণমূলের বিজয়োল্লাস চলছে রাজ্যে। ১৪৪ ধারা আগে প্রশ্নে তৃণমূলের স্টিয়ারিং কমিটি এবং যুগ্ম কমিটি গঠনের পর এদিন বিভিন্ন জায়গায় সাংগঠনিক বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকের প্রেক্ষিতে সমস্ত স্তরের মানুষকে একাবদ্ধ করে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই তেজি করার আহ্বান রাখেন বক্তারা। তারা সকলেই মনে করেন, একাবদ্ধ লড়াই বর্তমান প্রেক্ষিতে দল শক্তিশালী হতে পারে। সুবল ভৌমিক দাবি করেছেন, ধর্মনিগর থেকে সাক্ষর-সহ গোটা রাজ্যেই তাদের দলের কাজকর্ম চলছে। তার পাশাপাশি তারা কর্মী শ্রমিক দল মধ্য দিয়ে সংগঠনকে আরও বেশি শক্তিশালী করতে চান। প্রতিদিন তৃণমূলে যোগদান অব্যাহত আছে।

যোগদান সভা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, গভাছড়া, ৭ অক্টোবর।। রাইমাভ্যালি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার এক যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়। এইদিন গভাছড়া তৃণমূল কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত যোগদান সভায় উপস্থিত ছিলেন রাইমাভ্যালি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি ললিত চাকমা, সহ-সভাপতি জয়কুমার দাস, সাধারণ সম্পাদক নৃপেন দেবনাথ, বিক্রম ত্রিপুরা এবং যুবরাজ ত্রিপুরা প্রমুখরা। এদিনের যোগদান সভায় বিজেপি এবং আইপিএফটি দল ত্যাগ করে ৭ পরিবারের ২৯ জন ভোটার তৃণমূল কংগ্রেস দলে शामिल হন। নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে দলে বরণ করে নেন উপস্থিত তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব দ্বারা



প্রতিবাদী কলম
বরষার নাম, নেন বিশ্বকোষ
7085917851

ক্রমিক সংখ্যা — ৩২২									
7		6	8	5		2		3	
		3	1	7					
2	5					3	1	7	
4	6							3	
9	8		3		4	5			2
1	3		2	9				6	4
					2	1	9		
			1	9	3				7
4	3	2	7	9	5	1	6	8	
6	8	9	3	1	4	2	7	5	
5	1	7	8	6	2	4	3	9	
9	7	8	1	4	6	3	5	2	
2	5	3	9	7	8	6	4	1	
1	6	4	5	2	3	9	8	7	
8	9	1	6	3	7	5	2	4	
3	2	5	4	8	1	7	9	6	
7	4	6	2	5	9	8	1	3	